0 8 APR 2008

যায়যায়দিন

ঢাকা ইউনিভার্সিটির চান্সেলর প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ গতকাল ৪৪তম কনভোকেশনে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ লজ ডিগ্রি ও ক্রেস্ট প্রদান করেন -পিআইডি

ঢাকা ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন হয়ে গেল নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে

দুই ভাষাসৈনিককে ডক্টর অফ লজ ডিগ্রি, ৫২ শিক্ষার্থীকে স্বর্ণ পদক

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ও চান্সেলর প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সভাপতিত্বে গতকাল হয়ে গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৪৪তম কনভোকেশন। জিমনেশিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত এ কনভোকেশনকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। এবারই প্রথম দুই ভাষাসৈনিককে দেয়া হয়েছে ডক্টর অফ লজ ডিগ্রি। তবে প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কনভোকেশন বর্জন করেছে। কনভোকেশনের নামে ইউনিভার্সিটিকে বাজার বানানোর অভিযোগে অপরাজেয় বাংলার সামনে গিফট পুড়িয়েছে কিছু শিক্ষার্থী। এছাড়া যোগ দেননি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষক।

সভাপতির বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ সব পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ থেকে যোগ্যরা যাতে বঞ্চিত না হয় সে জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি ইউনিভার্সিটি পরিচালনায় শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুক্ত করার পাশাপাশি অভিভাবকদের সমানভাবে সম্পৃক্ত করতে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের অধিকাংশ পাবলিক ইউনিভার্সিটির সেশনজট প্রকট না হলেও উদ্বেগজনক। এর ফলে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে সম্ভাবনাময় বছর এবং ইউনিভার্সিটির বিপুল কর্ম ঘণ্টার অপচয় হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, সুশীল সমাজসহ জাতীয় নেতাদের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিকে পৃ ২» কলাম ৩

ঢাকা ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন হয়ে গেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, অনেকের মতো আমিও চাই ইউনিভার্সিটির পঠন-পাঠনে মাতৃভাষার স্থান থাক। কিন্তু একই সঙ্গে বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকতার কথা ভেবে ইংরেজি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কর্মসংস্থান সহায়ক একটি সার্টিফিকেট লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর তাৎপর্য আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান।

সকালে ইউনিভার্সিটির কার্জন হল থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে শোভাযাত্রায় অংশ নেন ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, সিনেট ও সিন্ডিকেট মেম্বার, অনুষদের ডিন, ইন্সটিটিউট প্রধান, শিক্ষক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা।

ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য এবার ডক্টর অফ লজ ডিগ্রি দেয়া হয়েছে ভাষাসৈনিক আ ন ম গাজীউল হক ও আবদুল মতিনকে। কনভোকেশন স্পিকার ছিলেন ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন। ভাষাসৈনিক গাজীউল হক শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তার অনুপস্থিতিতে ছেলে রাহুল গাজী ও দুই মেয়ে ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

পরে বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা নিজ নিজ অনুষদের স্বর্ণ পদক প্রাপ্তদের নাম এবং পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি অর্জনকারীদের নাম ঘোষণা করেন। এরপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের স্বর্ণ পদক দেয়া হয়। সব মিলিয়ে এবার ৫২ শিক্ষার্থীকে স্বর্ণ পদক, ২৯ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি এবং ২৯ জনকে এমফিল ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। কনভোকেশনে অংশ নেয় ৩ হাজার ৮৮৫ শিক্ষার্থী।

সভাপতির বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আরো বলেন, কোনো ইউনিভার্সিটি তার চান্সেলর কিংবা ভাইস চান্সেলরের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে না। ইউনিভার্সিটির সাফল্য ও সুখ্যাতি নির্ভর করে তার শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বের ওপর। তিনি বলেন, শিক্ষকদের কাজ ও গবেষণা ইউনিভার্সিটির পরিচিতিকে প্রসারিত করে আর ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞানের গভীরতা ইউনিভার্সিটির উৎকর্ষের স্বাক্ষর দেয়।

কনভোকেশন স্পিচে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন বলেন, ভাষা আন্দোলনের যে স্বপ্ন নিয়ে সালাম, রফিক; বরকত রক্ত দিয়েছিল তাদের জাতীয় বীর হিসেবে মর্যাদা দেয়া উচিত। শহীদদের সম্মানিত করার অর্থ জাতিকে, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্মানিত করা।

তাকে দেয়া স্বীকৃতিকে ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করে আবদুল মতিন বলেন, সমাজে কখনো বড় কাজের স্বীকৃতি জোটে, আবার কখনো জোটে না। তাই বলে বসে থাকলে চলবে না। দেশমাতৃকায় শোষণ ও বৈষম্য দূর করার জন্য আজকের তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা ১৯৫২ সালে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, ১৯৭১ সালে যে স্বপ্ন বুকে ধারণ ও লালন করছিলাম তা আজো পূরণ হয়নি। আজকের তরুণ ছাত্ররাই পারে সেই অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে। এ জন্য দরকার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ।

অনুষ্ঠানে গাজীউল হকের অনুপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন এ অঞ্চলের মানুষের মনে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্ম দিয়েছিল এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তার ফলে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ তার বক্তব্যে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ভবিষ্যতে পেশাগত জীবনে সততা, সহিষ্ণুতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কনভোকেশন বর্জন

দেশের প্রধান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কনভোকেশন বর্জন করে। সকাল পৌনে ১১টায় ছাত্রলীগ মধুর ক্যান্টিন থেকে একটি মৌন মিছিল বের করে ক্যাম্পাস ঘুরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। এ সময় ছাত্রলীগ ঢাকা ইউনিভার্সিটির সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন দায়ী। গত আগস্টের ঘটনায় ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়ে তার ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না। এ সময় তারা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন। একই কারণে কনভোকেশন বর্জন করে ছাত্রদল। তবে তারা কোনো মিছিল বা সমাবেশ করেনি।

অতিথি ও শিক্ষকদের উপস্থিতি ছিল কম

কনভোকেশনে বিচারপতি, কূটনীতিবিদ, সচিব, সাবেক ভিসি, পলিটিশিয়ান ও বর্তমান শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অনুপস্থিত। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত প্রায় ৫০০ আসন ছিল খালি। কনভোকেশন আগেই বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামীপন্থী নীল দলের সদস্যরা। নীল দলের প্রভাবশালী সদস্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর হারুন অর রশীদ, প্রফেসর সাদেকা হালিম ছাড়া তেমন কেউ যোগ দেননি। আসেননি জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর আনোয়ার হোসেন।

নীল দলের শিক্ষক প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানান, প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন সময় নাক্কারজনক ভূমিকার জন্য আমরা নিন্দা জানিয়েছিলাম। শুধু দুজন ভাষাসৈনিকের সম্মানে আমরা কনভোকেশন বর্জন করিনি।

কনভোকেশন গিফটে অগ্নিসংযোগ

কনভোকেশন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বহুজাতিক কম্পানি থেকে স্পন্সর নিয়েছে। এর প্রতিবাদে সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসব কম্পানির উপহার সামগ্রী পুড়িয়ে নিন্দা জানায় সমাবর্তনে অংশ নেয়া সচেতন শিক্ষার্থীরা। তারা অভিযোগ করেন, সনদের সঙ্গে এসব কম্পানির পণ্য উপহার দিয়ে তাদের অপমান করা হয়েছে।

চারদিকে কালো গাউন আর ফটোসেশন

কনভোকেশনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা কালো গাউন পরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্পটে ফটোসেশন করে। অপরাজেয় বাংলা, রাজু ভাস্কর্য, কার্জন হল, কলাভবনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ছবি তুলতে দেখা গেছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শপথ

কনভোকেশনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা দুপুরে অপরাজেয় বাংলার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন। তারা চাকরি জীবনে কখনো দুর্নীতির আশ্রয় নেবেন না।

জহুরুল হক হলে কনভোকেশন নাইট

প্রতিবারের মতো এবারো জহুরুল হক হল প্রশাসন কনভোকেশনে অংশগ্রহণকারী ওই হলের গ্র্যাজুয়েটদের সংবর্ধনা দিতে গতকাল হলে 'কনভোকেশন নাইট' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

কনভোকেশন বাণিজ্য

এবার কনভোকেশনের নামে বাণিজ্য করার অভিযোগ উঠেছে। এতে বাজেট নির্ধারণ করা হয় ৬২ লাখ টাকা। ইউনিভার্সিটির নিজস্ব বরাদ্দ ছিল ২০ লাখ টাকা। কনভোকেশনে অংশ নেয়া গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আয় হয় প্রায় ৪০ লাখ টাকা। এছাড়া তিনটি বেসরকারি ব্যাংক দেয় অর্ধ কোটি টাকা। এর বাইরে বেশ কয়েকটি অখ্যাত, অপরিচিত ও সরকারের কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রচুর অর্থ এসেছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক জোরদার করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে ইউনিভার্সিটির এ অনুষ্ঠানে তাদের অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। তাদের নাম কনভোকেশন সুভেনিরের অনুদান দাতাদের তালিকায়ও রাখা হয়নি।